কবিতার নায়ে তুলি পাল
ইদ্রিস আলী মেহেদী

প্রকাশক ঃ দেওয়ান আবদুল বাসেত
মর¯পলাশ গ্র¯প অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ
রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ০১, ২০০৬ইং
পৌষ, ১৪১২বাঙলা।

পূণঃ প্রকাশিত জানুয়ারী ২০১৩ইং

গ্রন্থ স্বত্ত্ব ঃ লেখক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ জেকরা বাসেত নদী

কম্পিউটারে বাঙলা কম্পোজঃ
বৃষ্টি এবং নদী

সকল যোগাযোগঃ
Email: marupalash@gmail.com
www.marupalash.com & www.marupalash.net

কবি ইদ্রিস আলী মেহেদীর চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। ***কবিতার নায়ে তুলি পাল***

কবির অন্যান্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ

(১) হৃদয়ে রক্তের নদী (২) মঙ্গলময় সত্য সুন্দরের করো জয় (৩) আক্রান্ড় হৃদয়।

***

রিয়াদ প্রবাসী এই আলোকিত কবির 'কবিতার নায়ে তুলি পাল' কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে...

(১) কবিতার নায়ে তুলি পাল (২) বোমাতঙ্কে সূচিত শরৎ (৩) বিলাসী ভোগ (৪) বিশাল রবীন্দ্রনাথ (৫) কোন সে মায়ার টানে (৬) সততার কারাবাস (৭) আমিত্বের বিলীন (৮) পরী রানী (৯) ভাসমান কস্তুরী (১০) তোমার জন্যে সুহৃদ (১১) জীবন্মৃত (১২) অমৃতের খোঁজে (১৩) নোয়াবেই মুখোশের মাথা (১৪) শূণ্যতায় বসবাস (১৫) জয়ের নেশায় (১৬) প্রত্নতত্ত্ব (১৭) বসন্ড় বিলয় (১৮) স্মৃতির মিনার (১৯) সমর্পন (২০) নতুন দিগন্ড় (২১) স্বপ্নের কারাগার (২২) রক্তাক্ত বিজয় (২৩) ননীর পুতুল (২৪) ক্ষুধা (২৫) অদ্বিতীয়া (২৬) নির্জনতা (২৭) অন্ধকারে সবুজ (২৮) ভুল তত্ত্ব

প্রকাশকের কিছু কথা

১৯৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে মর-পলাশ সাহিত্যপত্র প্রিন্ট ইস্যু বের হয়ে আসছে। ২০০২ সাল থেকে মর-পলাশ ইন্টারনেটে প্রচারিত হলেও স্বনামে ওয়েব ম্যাগাজিন হিসেবে যাত্রা শুর- করেছিলো গত ডিসেম্বর ২০০৪ইং এ। ডিসেম্বর ২০০৫ এ এসে ইহার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সুদীর্ঘ চলার পথে আমরা পেয়েছি অনেক বন্ধু স্বজন-সুধীজনকে। যাঁদের প্রেরণা আমাদের প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। বানিয়েছে সাহসী। বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের আত্মবিশ্বাস।
কবি ইদ্রিস আলী মেহেদী দীর্ঘকাল ধরে *মর-পলাশ* এবং *র-পসী চাঁদপুর* এ লিখে আসছেন। তাই *মর-পলাশ* মনে করেছে যে, এ কবির একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ইন্টারনেটে মর-পলাশ এর বিশাল পাঠকস্বজনদের কাছে তুলে ধরে একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। অবশেষে ইংরেজী নতুন বছরের শুর-তেই আমরা আমাদের সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পন্ন করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আর এক তর-ণ কবির 'অভিমানী' নামে আর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছি। যাতে পাঠকদের সাড়া পেয়েছি সীমাহীন। তাতে আমরা অনুপ্রাণিত। পাঠকস্বজনদের এক আকাশ শুভেচ্ছা।

মর-পলাশ এর কাব্যপ্রেমিক পাঠকদের জন্যে এবারে প্রকাশিত হলো রিয়াদ প্রবাসী প্রচার বিমুখ কবি ইদ্রিস আলী মেহেদীর কাব্যগ্রন্থ 'কবিতার নায়ে তুলি পাল'। ২৬সেপ্টেম্বের ২০০৫এ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত 'বাঁশরী সাহিত্য অঙ্গন' ঢাকা এর সাহিত্য সভায় এ কবিকে সম্মামনা পদক প্রদান করা হয়। কবি 'চয়ন' সাহিত্য ক্লাব ঢাকা'র রিয়াদ শাখার সভাপতি। ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন চাঙ্গিরদিয়া গ্রামে ০১জানুয়ারী ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহনকারী এ কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থখানি মর-পলাশ তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা হিসেবেই প্রকাশ করেছে। ১৯৯২ সাল হতেই কবি রিয়াদ প্রবাসী। মাঝে মধ্যে এ কবির সম্পাদনায় 'জলপ্রপাত' নামে একখানি ক্ষীনাঙ্গী অথচ মনণশীল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মর-পলাশ এর নিয়মিত বিভাগ পাঠকদের মতামত এ আপনার মতামত দিতে পারেন। এ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আপনার আলোচনা সমালোচনাগুলো লিখে আমাদের মতামত কলামে অংশগ্রহন কর-ন। তাতে কবি অনুপ্রাণিত হবেন, সাহস পাবেন, পাবেন দিক নির্দেশনা নিশ্চয়ই।

ইংরেজী নতুন বছরে সবাকে জানাই আশাময় ঝুর ঝুর বকুল শুভেচ্ছা।
সবার মঙ্গল কামনায়-
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মর-পলাশ, র-পসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।
০১ জানুয়ারী ২০০৬ইং
পৌষ ১৪১২বাঙলা।
নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১৩ইং

কবিতার নায়ে তুলি পাল

থমকে থমকে চলে খেয়া
কোথা হতে শুরু- গন্তব্য কোথায় জানা নেই,
শুধু জানি গতি- যেতে হবে...
ফেলেছি নোঙ্গার কতো খাল, বিল,হ্রদে
পুঁজি শুধু কবিতার পান্ডুলিপি
তাই কবিতার নায়ে তুলি পাল;
যদি জাগে চর কিংবা ওঠে ঝড়
শেষ অভিযানে
হৃদপিন্ড খুঁড়ে বানাবো বহতা নদী।

পালে যদি না লাগে হাওয়া
শেষ নিঃশ্বাস বায়ু ফুঁকে দিব তাতে
চলো চলো কবিতার নাও- চলো দ্রুত
অনাদর, অবহেলা আর নয়
এতোদিনে হয়ে গেছে ঢেঢ়-
পাতালের যে গুপ্ত নগরী - ডুবুরী এখনো
পায়নি সন্ধান
নিয়ে চলো অজানা গ্রহের দ্বারে-
যেখানে থাকে না অকল্যান, ঝরে না রক্তপাত
নিয়ত কাঁদে না সত্যবাণীঃ
কবিতার নাও আমি চাইবো না ধন, মান, রাজাসন-
পানপাত্র কিংবা অসূর্যস্পর্শ্যা নারীর
বিচিত্র কামকেলি।

কিছু ফুল দিও- দিও সবুজাভ তৃণলতা
লিখার জন্য দিও কাশফুল রঙের কাগজ-
ঘাসের চূড়ার মতো সুতীক্ষ্ণ কলম।

কবিতার নাও বোরাকের গতি নিয়ে চলো,
যাত্রীসব নিদ্রাহীন ফেলে অশ্রুজল
ওদের চরম বন্ধু তুমি - তমসার বাতিঘর,

আলো নিয়ে এসো স্বাতী।

যাত্রাকালে কী রসদ রেখেছো ভাঁড়ে
কোথায় ছন্দের দোল-অক্ষর, মাত্রা, স্বর-
নিয়ে এসো ইয়ুহুদী মেনুইন
বাতাসে মিশিয়ে দাও সঙ্গীতের ক্লাসিক প-াবন
যেখানে সন্ত্রাস, ধর্ষনের দানবতা নেই
নিয়ে যাও সেই স্বর্গোদ্যানে।

অন্যায়ের কোলে আদিম পিটুনী খেয়ে
সীমারের কারবালা কাঁদে
যুগের উত্তপ্ত গ্রহে-
চৌদিকে ফেলেছে ঘিরে
ঘন পুঁজ রক্তনদী,
কবিতার নাও এই সব স্বর্গ-শিশু
মাতৃহে তুলে নিও বুকে।

বয়ে যাও নূহের পানসি
পূণ্যবাণ যাত্রী নিয়ে-
যারা জানে শেকড়ের মূল,
সততার বৃক্ষ থেকে-
পান করে সুরভিত পুস্পের নির্যাস,
হতে চায় মৃত্যুঞ্জয়ী।

বোমাতঙ্কে সূচিত শরৎ

সুবর্ণ কালের স্বর্ণ রথ শকুনের স্বৈরাচারে
লন্ড-ভন্ড ওড়ে বিষাক্ত বাতাসে-
তেষট্টি জেলার শ্যামল প্রান্ড়র বোমাতঙ্কে জ্বলে
রক্তচোষা রাজনীতি নাবালক রক্তে খেলে হোলির উচ্ছ্বাস।

অসহনশীল বৈরীতায় বাকরুদ্ধ আমি
জড় থাকি প্রাগৈতিহাসিক শৈত্যবোধে-
অবাক বিস্ময়ে নির্নিমেষ চেয়ে রই
শাদা-নীলে ভরা শরতের স্নিগ্ধাকাশে।

কৈশোর-নস্টালজিয়া কাটে বিলি
কাদা-মাটি পথে-
কাশ শুভ্রতার ঢেউ দোলায় আমাকে
মূহুর্তেই ডুবি পাতাল গহ্বরে।

বোমার বারুদে পুড়ে রোদে গলা শিশির পারদ
মায়াবী রাতের সুখ আর
শরৎ সম্ভার.....

বিলাসী ভোগ

শুধু ননী খাও? হায় বিলাসী মানুষ!
দেখলেনা গোয়ালার নুন-ঘাম-রস
নির্ঘুম রাতের কষ্ট, জঠরের জ্বালা
হাতের তালুতে জমা রক্ত
কি কথা শুনাতে চায় আড়ষ্ট গোয়ালা?

ননী ভোগে কানে দিলে তালা
চোখ বুঁজে গিলে নিলে কষ্টের মন্ডটা।

একবার মেলো বোধাক্রান্ড়জ্বীর্ণদ্বার
ঝুরঝুরে পড়ে যাবে ভ্রান্ড়মরীচিকা
তখন বুঝবে গোয়ালার ব্যথা-
বিলাসীর ঘোর যাবে কেটে।

বিশাল রবীন্দ্রনাথ

কালজয়ী প্রতিভার সকল নির্যাস নিয়ে বুকে
সপ্তরঙা দ্যুতির তরঙ্গ দিলে ছুঁড়ে
মনের গহীনে....
আমরা এখন শুদ্ধ-আলোকিত
কাব্য-গানে প্রবন্ধ-নাটকে
সাহিত্যের শাখা-প্রশাখায়
ফেলেছো অক্ষয়ী জাল-
মন্ত্রমুগ্ধতায় সেখানে আমরা চিরবন্দী;
অস্ফুট বোধের বুক চিরে করেছো প্রাণের সঞ্চার
ফুটিয়েছো ফুল মৃতপ্রায় শব্দবৃন্ড়ে।

তোমার লেখার অনিরুদ্ধ স্রোতে
টুটে গেছে সামাজিক 'ট্যাবু'
স্বপ্নদ্রষ্টা, আলোর দিশারী, পথ প্রদর্শক তুমি-
দয়া-দানে প্রেমে-ভক্তিতে তোমার তুলনা তুমি।

অনুভূতি-সুষমায় আঁকলে শিল্পের
সবাক চিত্রাবলী-
জ্ঞান তাপসের অনবদ্য বর্ণশৈলী তোমার মেধায় রেখে
অগুনতি তারকার মাঝে ঝুলে থাক একাদশী চাঁদ-
সূর্যেরও আলো পেলে তুমি,
এতো তেজোদীপ্ত হয়ে পুড়ালেনা কিছু-
বিলানোর বৈভবে জুড়ালে সব;
প্রশান্ড়ির শ্বেতপত্র শোভা পেল ললাটে তোমার-
তুমি আমার, সব বাঙ্গালীর, গোটা বিশ্বের।

গর্বিত সত্ত্বার অধিকারী হয়েও বিনয়ের বদান্যতায়
অদ্বিতীয় তুমি,
নান্দনিকতার বিরল প্রভায় তুমি অত্যুজ্জ্বল-
চেতনার সৌরভ বিন্যাসে ছিলে অপূর্ব রুচির প্রবর্তক;
প্রেমে-শ্রদ্ধায় পুষ্পার্ঘ্য রাখি তোমার কর্মের
নিপুণ চূড়ায়।

ক্ষণজন্মা পুরুষ হয়েও অমরতা প্রাপ্তির সৌভাগ্য নিয়ে
চলে গেলে বহুদূরে....অচেনা জগতে-
রেখে গেছ সাফল্যের স্বর্ণডালি আর
চির তরতাজা স্মৃতির অজস্র রত্নবীজ
সাহিত্যের সবুজ অঙ্গণে।

কোন সে মায়ার টানে

উজানের স্রোতে ভাসে না আমার সপ্তডিঙ্গা
কুমারী নদীর তীর ঘেঁষে
ছায়াবৃত বৃক্ষময় বাতাসে বাজে না
ঘুঙুরের শব্দাবলী।

সবুজের বুকে হলদে টিয়ার
ঈষৎ বাঁকানো গ্রীবা মুদ্রাঙ্কিত
শাড়ি পরে
অশ্রুসিক্ত চোখে
আমার এঁটেল মাটি পথে আলম্বিত
পুঁতেনা কাশের ডাটা কেউ।

যৌবনের সেই বাঁধভাঙ্গা দিনে
রোদের নির্যাস গায়ে মেখে
মায়াবী উত্তাপে
বলেছিলে সনাতনী বাণীঃ

ঝাঁঝর, মন্দিরা যোগে নিত্য বাজে
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হয়ে আজো;

অমরতা খুঁজে পেল
টগবগে হরিণ শাবক-
একাকী গহীন বনে আহার-বিহার ভুলে শুনে
সুরের মূর্ছনা।

তরল মনোবীক্ষণ সানুনয়ে
সাঁটা থাকে বাউলের উদাসীনতায়।

সততার কারাবাস

স্বর্গ হতে পুণ্যান শেষে হুরীদের অনিন্দ স্ফটিক
দেহের সুবাস মেখে যে পুণ্যাত্মার আবির্ভাব
মাটির শরীরে- শেকড়ের অনন্ড় সন্ধানে
তার অস্থিমজ্জা, শোনিতের ধারা আর যাবতীয় জীবন বিন্যাস -
জল তার কাছে স্রেফ জল।
জ্যোৎস্নার শুভ্রতা, মেঘের ক্রিয়ায়
আমিত্বের কুমারীত্বে লাগে না অশুচি;
সূর্যের আলোকে ভুল করে ভাবে না সে দাবানল।
দুবৃত্তের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাপিত কাল
সততার তক্মায় তোয়াক্কা করেনা মৃত্যুর হুলিয়া,
তবু চর্মচক্ষে দেখে বলি সে-তো সততার কারাবাস।
দুরন্ড় সময়ে শকুনের চোখে শোভিত
সোনালী ফ্রেমের চশমা
কুকুরের ললাটে মুকুট-
ধুরন্ধর, প্রবঞ্চক, মিথ্যুক, শঠক মানুষের জয়ধ্বণি
যেন হেমলক মিশানো ইথার;
ভালো মানুষেরা আজ দাবার নগ্ন গুটি।
বস্তুত: ত্র"টিগুলো সততার রসে নয় নিমজ্জিত
নষ্ট মানুষের কালো থাবার শিকার মাত্র।
সততার অব্যর্থ ধনুক কাঁচকাটা হীরেরও অধিক সুচালো,
কার"কাজময় বানিজ্যিক ধাতব সমৃদ্ধ বেড়ী-
আটকাতে পারে না, তাকে।
ঐশ্বরিক মন্ত্র-স্ড়ম্ভে বলীয়ান যার পাকাপোক্ত ভিত্
অলৌকিক শক্তি বলে
একদিন নিশ্চিত বেরিয়ে আসবেই কারাবাস থেকে।

আমিত্বের বিলীন

রাতের আঁধারে কুয়াশার স্ড়ক
মেলে দিলে বাহু
জলসা ঘরের চিত্রিত মাদুরে
নুয়ে পড়ে
নুপুরের ধ্বংসাবশেষ;

টের পেয়ে ফসিলের কায়া
দেয় হামাগুড়ি–
হরপ্পা–মহেনঞ্জোদারো থেকে।

প্রস্ফুটোন্মুখ চেতনা আমার
ডুবে আলিঙ্গনে...
পুড়ে পুড়ে আমিত্বের বেদী
মুহূর্তে বিলীন–
স্বপ্নাবেশে মিশে যাই
ফসিলের দেহে।

পরী রানী

হাত মেললেই
পরী রানী খুলে ফেলে ডানা।

সাধারণ পরীদের দ্রোহে
কোহকাপ থেকে নির্বাসিতা রানী
উপায় বিহীন ছুটে আসে–
দগ্ধ মানচিত্রে খুঁজে
মোহনার তীর।

এই সেই হাত
পুড়েছিল রূপের আগুনে;
স্মৃতির ভূখন্ডে
অনাবাদী হিরোসীমা–
ট্রয়ের পাথর চাপা ভস্মে
ফুটেনি গোলাপ।

ডাকতে পারি না নায়াগ্রাপ্রপাত
সুর লহরীতে–
পরীরানী ওড়ে
সীমানা পেরিয়ে অন্য সীমানায়...

ভাসমান কস্তুরী

কোন অরণ্যের ছায়াতলে
লুকানো কস্তুরী তুমি
জিম্মি রেখে পথিকের প্রাণ ছুটে দিক্বিদিক
হায়েনার হিংস্র হুংকার করে তুচ্ছ
নাভীমূল ছুঁবে বলে....

ছন্দাবহ নৃত্যের তরঙ্গ তুলে
ডোরা কাটা সজল হরিণী
অধরাই থেকে যাও....

তবু উদাসীন বেভুলা পথিক
দুর্গম অরণ্য কেটে চলে ভোঁতা দাঁতে
তোমাকে ছোঁয়ার প্রত্যাশায়...

হাওয়ায় ওড়ো তুমি কেবলই হাওয়ায়.....

তোমার জন্যে সুহৃদ

দিবসের উজ্জল আলোকে এস্ড় রেখে
পূতিগন্ধময় অন্ধকার, জলবায়ুহীন
জিরজিরে অন্ড়রে জ্বালালে
টসটসে সুঢৌল কুমারী উষ্ণ কামরাঙা আলো–
কে তুমি সুহৃদ!
প্রাগৈতিহাসিক জটিল জ্যামিতি শিলালিপি
মাতৃভাষার ন্যায় সরল এখন–
অস্পষ্ট বর্ণমালায় দিলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের
সুর ঝংকার,
কেবল তোমার বদান্যতায় মর–র
উষরতা মাঝে হংসমিথুন করে জলকেলি;
জলপ্রপাতের শব্দ মর্মমূলে ঢালে
অমৃতের রসধারা।

বারোমাসি ফল–বৃক্ষ হৃদয় আঙিনা জুড়ে
সাজায় সম্ভার,
সবুজ বসন্ড়ে কোকিলের স্বতঃস্ফূর্ত আনাগোনা
ভাসায় স্বপ্নীল মায়ারাজ্যে।
সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে আপাদমস্ড়কে–
জীবন্মৃত দেহ আত্মাখানি সোল- াসে বলে
আবার বাঁচতে চাই
কেবল তোমার জন্যে ‘হে সুহৃদ’।

জীবন্মৃত

গন্ধহীন ধূপে
বিদ্ধ হলে প্রার্থনার উপচার
আয়োজনে নামে মন্থরতা
বিশীর্ণ নদীকে চিত্রপটে এঁকে–
এতে প্রার্থনার দোষ নেই।
প্রেমহীন জীবনও বাঁচে
এতে জীবনের দোষ নেই।
যৌবনও চলে নিস্ড়ঙ্গে
এতে যৌবনের দোষ নেই।
ফলহীন বৃক্ষও নিশ্চল থাকে
রৌদ্রের ঝিলিকে হাবুডুবু খেয়ে
এতে বৃক্ষের কি–ইবা দোষ–
জঠর জ্বালার তীব্রতায়
তৃণভোজী হলে মনুষ্য সমাজ
বোধের কাঠগড়ায় বলী হবে সব?

উপগিরি জুড়ে
শেকড় গজায় যদি অজানা বৃক্ষের
জীবনবিহীন নয়–
বন্ধুহীন অভিধানে লিখি তার নাম
প্রকৃতির আদি স্নেহের সিক্ততা
গায়ে মেখে সে–ও বাঁচে।

প্রেমহীন জীবনের মোহ
বন্ধুহীন বৃক্ষের করুণ আর্তি–জ্বালা
প্রত্যাশার বুকে পুঁতেনা নিস্ফলা বীজ–
তারা বাঁচে – তবে জীবন্মৃত।

অমৃতের খোঁজে

ক্রমাগত অবক্ষয়ে পীড়িত পৃথিবী
ঘন তপ্ত রক্ত পুঁজে ডুবে...
অহেতুক এমন সঙ্কটে তোমার দেহজ আবির্ভাবে
চৈত্রের উড়ন্ড় ঝরা পাতা সুখানলে দেখে সবুজের সমাহার-

দুর্ভিক্ষের তীক্ষ্ণ কুঠারে যখন অভাবী শিল্পীর
বুক চেরা প্রত্ন রত্ন ধূলিময় নীলামের মেঝে-
প্রায় লুণ্ঠনের কারাগারে বন্দী
বিরুদ্ধ বাতাস ফুঁড়ে আত্মলীনে
কিনে নিলে সব উঁচু দরে- ফের শিল্পীকেই দিলে অনুদান

গ্রহ উপগ্রহ অন্ড্রীক্ষ জুড়ে এখন যুদ্ধের গাঢ়নীল ছায়াপাত
আক্রান্ড় অস্ড্রিত্বে স্ফীত উষ্ণ শ্বাসে অন্ড্রতঃ আমার
ক্ষীণ ফুস্ ফুস্ কিঞ্চিত পেল নিশ্চিত স্বস্ড়ির স্বাদু উপাদান
বয়সের ধারাপাতে শেষ নামতার জপমালা সুরে
পশ্চিম গোলার্ধে বিদায়ের সফেদ সংকেত-

হঠাৎ সজোরে নাড়া দিলে জ্বীর্ণ আস্ড়িম-জমীন
ঠোটে এঁকে তরঙ্গা বলয় স্ফুট সুপ্ত উচ্চারণ
অকালে যেয়োনা কবি স্বর্গবাসে-
কিছুটা সময় থাকো আমাদের ছুঁয়ে
লিখে যাও অনবদ্য কবিতার বর্ণময় পান্ডুলিপি
স্বহস্ড়ে ফুটাও তন্দ্রাচ্ছন্ন গোলাপ-উদ্যান-

সানুরাগ আহ্বানে লোভের পাঁপড়ি মেলে
আটকালো আমার বিদায়ী রথযান
আমি খোঁজে পাই
পথভ্রম মৌমাছি যেমন মৌরাণীর মৃদু গুঞ্জরণে
ফিরে পায় লুপ্ত অমৃতের খোঁজ।

নোয়াবেই মুখোশের মাথা

জ্বলজ্বলে হীরক দ্যুতিতে ঢাকে
মুখোশের অলীক জঞ্জাল
সাধারণ মানুষ খনিজ ভেবে
যেতে চায় সুগভীর অন্বেষণে
অন্ধকারমুখী দুঃসময়ে আলোকবর্তিকা নেই
নেই দূরদর্শী পথিকৃৎ।

মুখোশের আচ্ছাদনে শেকড় প্রান্ড়কে ঘুণের প্রসুন
স্বাদু ফল-মুলে কিভাবে ভরবে ডালি
নবান্নকে বরণ তো দুঃস্বপ্ন কেবল।

তাহলে উপায়! এসো সবে মিলে
উৎপাটন করি মেকী হীরক প্রলেপ
এসো খুঁজি মুখোশের কারাগারে বন্দী মূল ভ্রূণ
জলপ্রপাতের উচ্ছল ধারায় ধুয়ে নেই
লেপ্টে থাকা শ্যাওলার স্ড়র।

এভাবেই মুখোশ প্রতাপ নুয়ে লোকালয় যাবে ছেড়ে
সোনালী প্রভাত জানাবে স্বাগতঃ সত্য-সূর্য নিয়ে,
এসো প্রত্যাশার বেদীমূলে ধরি শক্ত হাত
লাথি মারি মুখোশের মুখে।

শূণ্যতায় বসবাস

সম্মোহন নেই কোন কিছুতেই
বস্তু, শিল্প কিংবা নারীতে।
পোড়া চোখ আটকে পড়ে না
শিল্পীত বয়নে,
বস্তুর দ্যোতনা তরঙ্গ করে না সৃষ্টি
কলঙ্কের গাঢ়তায়;
লক্ষ্য সঞ্চারী ফলক হাজা-মজা হয়ে গেছে
দোঁয়াশ মাটির কোলে।
নৈসর্গিক সৌন্দর্যেও আজ বোমাতঙ্ক
বাস্ড়ব ও কল্পনার ঐক্যতানে ধ্বস-
গ্রহ-গ্রহান্ড়রে ভাঙছি নিজস্ব প্রত্যয়-বলয়
জ্যামিতিক ধাঁচে-
ঐশ্বরিক সহিষ্ণুতা নেই বলে
উপপাদ্যে কেবলই গড়মিল।

সম্মোহনের চাতালে তাই
কখনো করেনি ভীড়
মুক্ত পায়রার দল।

জয়ের নেশায়

অহেতুক চীৎকারে
কেটে দিলে সঙ্গীতের তাল-লয়-সুর,
স্বপ্ন-স্বর্গে উঠার আগেই
টেনে নিলে মই
ভূপতিত হয়ে গুড়ালো চোয়াল-
বিন্দু বিন্দু রক্তযোগে ডুবলো পাহাড়
চাষাবাদকালে ভেঙ্গে দিলে
লাঙ্গালের তীক্ষ্ণ ফলা-
উর্বর ভূমিতে আমার মিশালে তীব্র বিষ
গোলায় ছড়ালে আগুনের ছোঁয়া।

কেন ভুলে গেলে
কবিতার অমরতা প্রাপ্তি মঞ্চে
আবার আসবে সঙ্গীতের ঢেউ
স্বর্গ-মই নামবে পায়ের কাছে।

জমাট রক্তের ছোপ মুছে ফেলে
শক্ত হাতে নেব পোয়াতি লাঙ্গাল
বিষময় ভূখন্ডে ফলাবো সোনালী ফসল
মহাসাগরের উন্মাদনা স্রোতে
নিভে যাবে দাবানল।

আমার কবিতা হবে নবান্নের গোলা
চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা
মহামিলনের উৎসবে পৃথিবীর
আনাচে কানাচে প্রবাহিত হবে
সুখের নহর...
চাইবোনা স্বর্গ, হুরী গেলমান
শুধু চাই কবিতার জয়...
জয়- সত্য সুন্দরের।

প্রত্নতত্ত্ব

প্রহণের ছায়াপাতে অস্ড়নয় চন্দ্র শিশু
ললাট তিলক করতে পারে না চিহ্নহীন–
তবু শিল্প প্রতিভায় দীপ্যমান পুরণো ফসিলে
সভ্যতার ভাঁজে ভাঁজে আঁকে ভাস্কর্যের তরী।

এমন নিপুণ ছোঁয়া ভাঙ্গাতে পারে না
ইস্পাত কঠিন সামাজিক 'ট্যাবু'
অদৃশ্যের নোংরা ধাতব বেড়ী
শামুক আদলে থাকে কৃষ্ণ পাথরের পেটে।

ভূগর্ভস্থ হীরক সন্ধানে প্রত্নতাত্ত্বিকের
ভাঙ্গো ঘুম, খোলে কুয়াশার দ্বার–
বুকের পাঁজর তুলে খোঁড়ে প্রত্ন ভাঁড়
বরফ গুহায় জমে অশ্রুজল।

স্যাঁতসেতে নিঃঝুম পাতালে প্রণয়ে উঠেনা সূর্য
নিরাকার অন্ধকারে অলৌকিক ভাবে খুঁজে পায়
শিল্পের অনন্য মোহন হীরক দ্যুতি–
দূরান্বয়ী পরশ পাথর।

হঠাৎ চিৎকারে ছিঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের কণ্ঠনালী
অন্ড়র্ভেদী শব্দ তরঙ্গ দোলায়
আচানক জেগে ওঠে
বুদ্ধিদীপ্ত ঘুমন্ড়মানুষ।

বসন্ড়বিলয়

ধূসর মলিন অকর্ষিত মনোপ্রকৃতিতে
এখন বসন্ড় নেই
কোকিলের দুষ্প্রাপ্যতা মঙ্গার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু
চৈত্রদাহে ঋজুপ্রায় কুসুম কোরক;
কোথা পাবো এতো জল!
কোথা পাবো প্রপাতের স্রোতস্বিনী....

সুকণ্ঠী গায়িকা অর্থমোহে গৃহত্যাগী
সুর-ঝংকারে নামে মড়কের ঢল
বসন্ড়বিহীন খরা শেষে
তৃষ্ণাধিক্যে চেয়ে আছি দিকচক্রবালে-
ভুল করে যদি শুনি কুহুধ্বণি
মর্মমূলে ঢালে যদি সুধাবারি
যদি মিটে প্রচন্ড ক্ষুধার তীব্রানল।

স্মৃতির মিনার

খুঁজে ফিরি স্মৃতির মিনার
মেঘের পালকে ভেসে;
কিছুই মেলে না– তবু খুঁজি।
অবশেষে স্মৃতির পানসি ভাসাই অজানা দরিয়ায়
পাতালপুরীর গোপন কুঠুরী থেকে
কদাচিৎ মেলে যদি মুক্তোদানা।
এইভাবে স্মৃতির নোঙ্গর ফেলে যাই
অবিরাম নগরে–বন্দরে,
স্মৃতির পর্দায় এই খোঁজাখোঁজি কখনো কি
হবে অবসান?

মৃত্যুরও পরে কি এমনিভাবে
খুঁজে পাবো স্মৃতির মিনার?

সমর্পন

চৈত্রের তারুণ্যে কাটে অনুভূতি ভিত্
কমজুড়ি ফেলেছে নোঙ্গার
অগভীর বোধের সৈকতে
সুখ-দুঃখ ভালোবাসা চলে বোধহীন-
এমন গৌরবে স্বপ্নের মোড়কে সাজাইলা
প্রেমের বন্দর।

ভুলে গেলে ভাগ্যলিপি ব্যধির বাতিকে নুব্জ্য
বিরুদ্ধ স্রোতের টানে তাই সমর্পিত সব-
সমর্পিত প্রকৃতির কাছে
সমর্পিত দুঃখ জ্বালা আর যন্ত্রণার কাছে।

নতুন দিগন্ড়

সভ্যতার শিষ্টাচার বুঝেনা বাদর
ভোজন বিলাসে যতো রাখো গুরুগৃহে
কালি সন্ধ্যায় অর্ধেক কলা খেয়ে
ঝুলবেই তাল গাছে–
এমন বাদর ঝোলায় ঝুলছে আমাদের গ্রহ;
পাতালপুরীতে ছুঁড়ে দুরন্ড় দাপট
সভ্যতার ললাটে এঁকেছে দুষ্টক্ষত
ধূয়াচ্ছন্ন এখন চলিষ্ণু জনপদ।

দিবালোকে সন্ত্রাসের দাবা চেলে
রাতের আঁধার খেলা গনিকার গৃহে
কামুক নারীর কড়কড়ে কাগুজে উত্তাপে
সুশীল মানুষ বড় বেশী বেসামাল।

শুদ্ধ আলো, শুদ্ধ বায়ু দাও প্রভু!
সন্ত্রাসীর হাতে দাও তরতাজা ফুল
গণিকার মনোদেহে ঢালো শুচিশুভ্র ভ্রূণ
পূতিগন্ধময় পৃথিবীতে দাও সোনালী প্রলেপ।

স্বপ্নের কারাগার

স্বপ্নের মায়াবী ছোঁয়া অণু-পরমাণু জুড়ে
মুক্তো জ্বলে তার বোধের প্রদীপে
দিবা স্বপ্ন, নিশি স্বপ্ন- স্বপ্নবাসরে আত্মার বসবাস-
কুঁড়ি স্বপ্ন দিলে ফুল-ফল
প্রয়োজনহীন হয়ে পড়ে স্বর্গানুভব।

টুটে গেলে অকাল স্বপ্নায়ু
নির্বাসনে যেতে চায় দুঃসহ মানুষ
আশা মূলে তবু ঢালে স্বপ্নজল
দৃঢ়তম হবে স্বপ্নাবাস
অমৃতের রসে হবে সিক্ত স্বপ্নের ঠিকানা।

স্বপ্ন আছে তাই মানুষ এখনো বেঁচে
আমরা স্বপ্নের কারাগারে চিরবন্দী-
স্বপ্ন চাই... অফুরন্ড় স্বপ্ন....
অজানা স্বপ্নের ভীড়ে আরো স্বপ্ন চাই
মোহন স্বপ্নের ঘোরে চাই নিমগ্নতা
বন্দী হতে চাই স্বপ্নেরই কারাগারে।

রক্তাক্ত বিজয়

আমার বিজয় আজ অগ্নিকাঁটা ঘেরা
বাউল বাতাসে রঙিন ঘুড়িটা ছেঁড়া-ফাড়া।
সূতো-লাটাইয়ের নেই কোন চিহ্ন
খুঁজতে খুঁজতে খুয়ে ফেলি গোলাপ-তারুণ্য।

জানি আমি ফিরবেনা এই রত্নরাজি
জীবনকে ভালোবেসে রাখি তবু তার বাজি।
হারজিত যাই থাক করি কর্তব্য সাধন-
কোথায় পালাবো আমি? এ যে নাড়ীর বন্ধন।

কঠিন সন্ত্রাসে খায় বিজয় পতাকা
রাশি রাশি লাশ পড়ে থাকে রক্তমাখা।
শিল্পীত স্বদেশ ছবি হলোনা আঁকা,
সুবিশাল ক্যানভাস পড়ে থাকে ফাঁকা।

বিজয় মৃত্তিকা যেন রুদ্ধ কারাগার-
সবুজ বনাঞ্চল পুড়ে পুড়ে ছারখার।
দাবানলে পুড়ে স্বদেশের মাটি,
তবুও হইনা শুদ্ধ, পরিপাটি, খাটি।

ননীর পুতুল

বিনয় মুকুটে বসে থাকো ননীর পুতুল
নেচে গেয়ে খাও–
নিদ্রার মমীতে আঁকো ধাতব নুপুর;
স্বপ্নাবেশে খুঁজো স্বর্গ–দ্বার–
জেনে রাখো ঃ কালের করাতে কাটে
পোক্ত স্বৈরাচার।

মুকুট উত্তপ্ত হলে
ননীর কিইবা থাকে মূল্য!
কুকুরও চাটেনা তা ধূলায় লুটালে।

ননীর পুতুল! বন্ধ করো নাচানাচি,
বিনয়ের বদান্যতা নাও হাত পেতে।

ক্ষুধা

ক্ষুধার জ্বালায় হলে কুকুর স্বভাব
জিহ্বায় জাগবে লিকলিকে ঢেউ-
পথভ্রান্ড পথিক দিতে পারে উচ্ছিষ্ট খাবার
বাচ-বিচার না করে গিলবে এক লহমায়।

ভাবলেনা কি খেলে অবোধ!

শরীর তাগ্ড়া হলে ঐ দাতারা
একদিন তোমাকেই
আস্ড়খাবে গিলে।

অদ্বিতীয়া

চির বহমান বাংলার ঐতিহ্যকে করেছো মহান
ত্যাগ আদর্শের মূলমন্ত্র পুঁতেছো বুকের গহীন তলে
মায়ের স্নেহের সুশীতল ছায়াঘেরা কলাপাতা মুখে
শিল্পী হয়ে আঁকো শান্তির সবুজ চিহ্ন
চৈত্র কিংবা বোশেখী ঘামে
বস্ত্রাঞ্চল মেলো ধূলি-গন্ধ মলিন কায়ায়

আর্ত পীড়িতের চৈতন্য সেবিকা তুমি
নিজে ভূখা থেকে নিরন্নকে করো অন্ন দান
তাতেই তোমার আনন্দ মথিত চিত্ত
কখনো খোঁজোনা ঠুনকো কাগজে বিত্ত
তবু পদতলে ঢলে পড়ে গুপ্তধন
লালসায় ফিরে তাকায়না সুপ্ত মন।

তোমার নিশ্বাসে ঝরে তাই পুষ্পরেণু
বাড়াও নন্দন শোভা বাড়ির প্রাঙ্গানময়
মুগ্ধতার চুম্বকে নিকটে টানো তুমি;
ওগো বড় মেয়ে
কৌলিন্যের ধারাপাত শিখে শিশুরা
তোমার মুক্তো ঠোঁটে
সাগরের জল নিংড়িয়ে আনো পুণ্যের বেসাতি।

স্বহস্তে বিলিয়ে ধন্য তুমি
জ্ঞানী গুণী মাগে ভিখ সৌকর্য্যে তোমার
তুমি বড় মেয়ে,
ভুলেও ফুটেনা মিথ্যেবাণী সোনামুখে
অমায়িক কার্যকাজে অনাগত
সভ্যতার শক্ত স্তম্ভ তুমি
কথা বলো দোয়েল কোয়েল শ্যামা
তোতা আর কোকিলের সুরে
ছন্দময় চলায় মৌরাণী ফেলে মধু ফোটা ফোটা
তোমার বর্ণিল পথ পাশে।

নবান্নের গোলা, মায়াবতী পরশ পাথর তুমি

যেখানে রাখবে হাত মায়ায় সোনায় যাবে ভরে;
আদরিণী সোহাগিনী তুমি
যুগ যুগান্ড়র বেঁচে রও সুখের নহরে।
তুমি বড় মেয়ে
আঘাত পেয়েও থাকো ধ্যানী মৌনব্রতী
দিগ্বিজয়িনী মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি
কলুষতা নেই রক্ত কনিকায়
আস্থা পুঞ্জে মেলে ডানা তোমার কাছে
সব করে ভর,
হিমালয় ধৈর্য পুষো হৃদয় জমিনে
অদ্বিতীয়া, পূণ্যবতী তুমি।

নির্জনতা

প্রান্ড়রের নির্জনতা বুকে করে হাহাকার
বন্দীদশা আপন গৃহেই চারপাশে কারাগার
আলো-বায়ু সব কিছুতেই উষ্ণতার ঢেউ
কোমল পাঁপড়ি ছিটানোর নেই কেউ
পাখিদের ডানা ফুঁড়ে ফোটেনা করতালি
শূণ্যতায় অকারণ বাজে দুঃখের পদাবলী।

ভয়াবহ রুদ্ধতায় বিষন্ন বিপন্ন সত্তা
ক্রমেই পেয়েছে লোপ সব বুদ্ধিমত্তা
সঞ্চিত বোধের তীক্ষ্ণ ফলা রয়েছে নিস্ক্রিয়
দূর্ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে প্রিয়জন হয়েছে অপ্রিয়।

বন্ধাত্বের আবর্জনা দুর্গন্ধ ছড়ানো আজ
উচ্ছিষ্টের ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত সুপ্ত কারুকাজ
নির্জনতা আপন এখন তাতে নেই কোন দোষ
বিনষ্ট হলেও জীবনের দামী কিছু কোষ।

অন্ধকারে সবুজ

জেনে শুনে দিলে যখন আগুনে হাত
এখন সইতে হবে উত্তাপের উৎপাত;
এইতো বিধান পৃথিবীর-প্রকৃতির
জ্বলে পুড়ে খাঁটি হও- হও ধীর-স্থির।

কি এমন ছিল ভুল-
দু'পায়ে মাড়ালে ফুল
সৌরভের মহামারী চলছে এখন
আসবে সুদিন কবে- ভাবি অনুক্ষণ।

উত্তর মেরুতে নামে শীতের প্রকোপ
দক্ষিণ মেরুতে পায়না তরঙ্গ লোপ
এসব নিয়েই আছে চলিষ্ণু জীবন
সুখ-দুঃখ ঘিরে নিয়ে এক মন।
কখনো সে প্রচন্ড অবুঝ-
অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় প্রার্থীত সবুজ।

ভুল তত্ত্ব

দুঃখ বিলাসী কেউ ছিলোনা কখনো
তুমিও না - আমিও না.....

অবুঝ শিশুও কাঁদে সুখান্বেষণে-
নিথর বনের ঝরা পাতা
অধীর আগ্রহে গুণে কাল, পাতাকুড়ানীর।

দন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামীও ভুলে থাকে
পুরণো দুঃখের পান্ডুলিপি-
দুঃখ বিলাসী বলে কিছু নেই;
এসো ভুল তত্ত্বখানি ফেলি পুড়ে
অগ্নিদাহে।

সমাপ্ত

২০০৫এ মরুপলাশ এর অন্যান্য বিশেষ প্রকাশনা-

মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালি কবিদের কবিতা নিয়ে দেওয়ান আবদুল বাসেত এর সম্পাদনায় যৌথ কাব্যগ্রন্থ-(১) 'দেয়ালবিহীন কারাগার এর প্রেম' (২) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ গ্রন্থ-'একাত্তর বাঙালি জাতির জন্ম' (সম্পাদিত) প্রবাসের বরেণ্য লেখক এবং বাংলা ওয়েবম্যাগাজিন সম্পাদকগন এতে অংশগ্রহন করেছেন। (৩) এর পাশাপাশি ছিলো ঋতুভিত্তিক 'সময়ের আইকন'

****